# এক নজরে সরই ইউনিয়ন পরিচিতি

**পরিচিতি:** **০৫ নং সরই ইউনিয়ন**। বান্দরবান পার্বত্য জেলার লামা উপজেলাধীন সুজলা সুফলা পাহাড়, খাল বেষ্টিত অনিন্দ্য সুন্দর একটি ইউনিয়ন। ১৯৮৪ সালে অত্র এলাকার একটি প্রশাসনিক ইউনিট হিসেবে ০৫ নং সরই ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রায় ৯৪.২৪ বর্গ কিলোমিটার এলাকা নিয়ে এই ইউনিয়নটি গঠিত। ভৌগলিক ভাবে এই ইউনিয়নের **উত্তরে** বান্দরবান সদর উপজেলার টংকাবতী ইউনিয়ন, **দক্ষিণে** লামা উপজেলার গজালিয়া ইউনিয়ন, **পূর্বে** রুমা উপজেলার গালেংগ্যা ইউনিয়ন উপজেলা এবং **পশ্চিমে** লোহাগাড়ার পুটিবিলা ইউনিয়ন, চুনতি ইউনিয়ন ও লামা উপজেলার আজিজনগর ইউনিয়ন অবস্থিত। সরই ইউনিয়ন ০৩ (তিন) টি মৌজার সমন্বয়ে গঠিত, যথা: ৩০১ নং সরই মৌজা, ৩০৩ নং ডলুছড়ি মৌজা এবং ৩০৪ নং লেমুপালং মৌজা। উক্ত মৌজা গুলো বোমাং সার্কেল দ্বারা শাসিত।
সরই ইউনিয়ন প্রশাসনিকভাবে **সরই** নামে পরিচিত হলেও লোকেমুখে এটি **কেয়াজু পাড়া** নামে সমধিক পরিচিত। ত্রিপুরা হেডম্যান মৃত কেয়াজু ত্রিপুরার নামে একটি পাড়া থেকে এই নামের উৎপত্তি। কেয়াজু পাড়া বাজার নামেও অনেকে পরিচয় প্রদান করেন। কেয়াজু পাড়া বাজার নামে বৃহৎ একটি বাজার রয়েছে যেটি চৌরাস্তা/চৌমুহনী নামে পরিচিত।

**যোগাযোগ ব্যবস্থা:** সড়ক পথ অত্র ইউনিয়নের একমাত্র যোগাযোগের মাধ্যম। মূলত সরই ইউনিয়নটি চট্টগ্রামের লোহাগাড়া উপজেলা, বান্দরবান সদর উপজেলা ও লামা উপজেলার মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। বান্দরবান সদর হতে সুয়ালক ইউনিয়নের মাঝের পাড়া হইয়া টংকাবতী ইউনিয়নের মধ্যদিয়ে সড়ক পথে এর দূরত্ব প্রায় ৪৬ কি:মি, লোহাগাড়া হতে সড়ক পথে দরবেশ হাট ও পুটিবিলা ইউনিয়নের এমচর হাট হইয়া সড়ক পথে এর দূরত্ব প্রায় ১৯ কি: মি এবং লামা উপজেলা সদর হতে গজালিয়া ইউনিয়ন হইয়া সড়ক পথে সরই ইউনিয়নের দূরত্ব প্রায় ২৪ কি: মি।

**জনগোষ্ঠী ও জীবন যাত্রা:**ত্রিপুরা ও মুরুং/ম্রো উপজাতিরা অত্র এলাকার প্রাচীন নৃ-জনগোষ্ঠী। পরবর্তীতে বাঙালীদের বসবাস শুরু হয়। এখন ত্রিপুরা, মুরুং/ম্রো, মার্মা, তংচংগ্যা, চাক ও বাঙালী জনগোষ্ঠীর প্রায় ১৫,০০০ এর অধিক জনগণ অত্যন্ত শান্তিপূর্ণ ভাবে অত্র ইউনিয়নে বসবাস করছেন। অত্র এলাকার জনগোষ্ঠীর প্রধান চালিকা শক্তি হচ্ছে কৃষি, জুম চাষ, মৎস্য চাষ, সামাজিক বনায়ন। অত্র এলাকায় এখনো কোন শিল্প কারখানা নেই তবে রাবার বাগানের সম্প্রসারণ ঘটায় অত্র এলাকায় ভবিষ্যতে রাবার শিল্পের উজ্জ্বল ভবিষ্যত রয়েছে। ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর অনেকেই এখনো জুম চাষের উপর নির্ভরশীল। তবে তারা এখন গতানুগতিক কৃষিতে রূপান্তরিত হচ্ছে।

**শিক্ষা ব্যবস্থা:** অত্র ইউনিয়ন টি দূর্গম জনপদ হওয়ায় শিক্ষাদীক্ষায় অনেক পিছিয়ে আছে। অত্র ইউনিয়নের শিক্ষার হার প্রায় ৪৫%। অত্র এলাকায় ০১ টি মহাবিদ্যালয়, ০২ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ১০ টি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে, যেগুলো অত্র এলাকায় শিক্ষার অগ্রায়নে নিরন্তর কাজ করে চলেছে। তাছাড়াও ইবতেদায়ী মাদ্রাসা, মসজিদ,বৌদ্ধ মন্দির ও গীর্জায় স্ব স্ব ধর্মীয় শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থাও রয়েছে।

**উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান:** অত্র ইউনিয়ন ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেছে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের স্থায়ী ইউনিটটির মাধ্যমে। কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন অত্র অঞ্চলের অন্যতম দর্শনীয় স্থান। কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন এর স্থায়ী ইউনিট টি অত্র এলাকায় অবস্থিত হওয়ায় প্রচুর দেশী-বিদেশী উচ্চ পদস্থ ব্যক্তিবর্গ পরিদর্শনের পাশাপাশি এখানে ধ্যান করতে আসেন। তাছাড়াও কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন পরিচালিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ডিসিপ্লিনের খেলাধূলায় অংশগ্রহণ করে দেশ-বিদেশে হতে অসংখ্যা পুরস্কার অর্জন করেছে। বয়ে এনেছে দেশের জন্য অকৃত্রিম সম্মান।
বিভিন্ন এনজিও, সামাজিক প্রতিষ্ঠান অত্র এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। এদের মধ্যে গ্রাউস, কারিতাস, গ্রামীণ ব্যাংক, আইডিএফ ইত্যাদি।
তাছাড়াও **কেয়াজু পাড়া পুলিশ ফাঁড়ি** নামে একটি পুলিশ ক্যাম্প অত্র এলাকার আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় নিয়োজিত আছে। তাছাড়াও বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর নিয়মিত টহল কার্যক্রমও অব্যাহত রয়েছে অত্র এলাকায়।

**বিবিধ:** অত্র ইউনিয়নটি দূর্গম জনপদে হলেও অতি সম্প্রতি বৈদ্যুতিক সুবিধার আওতায় এসেছে। তাছাড়াও টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থাও রয়েছে। প্রায় জনগোষ্ঠী সৌর বিদ্যুৎের আওতাভুক্ত। তাছাড়াও কৃষি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ইত্যাদি সেক্টরের কার্যক্রমও অব্যাহত রয়েছে।

**দর্শনীয় স্থান:** কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের পাশাপাশি বমু খালের উৎসমুখে বাংলাদেশের অন্যতম দর্শনীয় স্থান **নীলগিরির** পাদদেশে কাপ্রু পাড়ায় অবস্থিত **বমু ঝর্ণা** ও কারুকাজ সম্পন্ন অনেকগুলো বিশাল সাইজের **বড়পাথর** অত্র এলাকার অন্যতম দর্শনীয় স্থান। **বমু ঝর্ণা** ও **বড় পাথর** গুলোর ইতিহাস ও অবস্থান এখনো অনেকের অজানা। তবে সম্প্রতি পর্যটকদের যাতায়তের সুবিধার্থে অত্র ইউনিয়ন পরিষদ ঐ এলাকায় অনেকগুলো প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছেন। তাছাড়াও পাহাড়ী ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর জীবনধারা, রীতি-নীতি, উৎসব উদযাপন, রাবার বাগান, বিভিন্ন ব্যক্তি মালিকানাধীন মিশ্র বনজ ও ফলজ বাগান ও অত্র এলাকার অপার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য যে কাউকেই বিমোহিত করবে।

**সার সংক্ষেপ:** তাই **প্রকৃতির রাণী** হিসেবে পরিচিত সরই ইউনিয়নে আপনি সাদরে আমন্ত্রিত। প্রকৃতি সৌন্দর্যের ঢালা সাজিয়ে আপনাকে বরণের অপেক্ষায়.....।

আপনি আসছেন তো??

তথ্য সংগ্রহ ও সম্পাদনে:

**সাহেদুল ইসলাম**

হিসাব সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর

০৫ নং সরই ইউনিয়ন পরিষদ